সংবাদ

তারিখ 23 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

নতুন বছরের শুরুতেই আসছে না পাঠ্যপুস্তক

তা নাহার

বার নতুন বছরের শুরুতেই মাধ্যমিক র্যায়ের পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসছে না। লম্বিত হচ্ছে অন্তত এক মাস। জানা াছে, ফেব্রুয়ারি নাগাদ মাধ্যমিক পর্যায়ের তুন বই বাজারে আসবে। এদিকে বোর্ডের তপঠন বই এবং মাদ্রাসা পর্যায়ের ঠ্যপুস্তকের কাজ আরও পিছিয়ে আছে। সব বইয়ের মুদ্রণ ও ছাপার কাজ এখনও রুই হয়নি। বাজারে কবে আসবে তা িশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

মাধ্যমিক পর্যায়ের এক কোটি ৩৫ লাখ ঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ এখনও ক্রিয়াধীন। প্রতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর াগাদ বইয়ের ছাপার কাজ শুরু হলেও এ

অক্টোবর নাগাদ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এদিকে ভোটার তালিকার মুদ্রণ কাজ বাংলাবাজারকেন্দ্রিক হওয়ায় চলতি মাসে পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কেননা অনেক প্রকাশক পাঠ্যপুস্তক বাংলাবাজারে সাব-কন্ট্রাক্টে মুদ্রণের কাজ করিয়ে থাকেন। ওইসব প্রকাশকের কাজই মূলত বিলম্বিত হয়েছে।

চলতি বছরের জুন মাসে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে দ্রুতপঠন বই এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে মাদ্রাসার মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। এর আগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন প্রকাশনীর ছাপানো দ্রুতপঠন বই পড়ানো হতো শিক্ষা

বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকও বিভিন্ন প্রকাশনী স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করত। এবারই প্রথম মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্যান্য বইয়ের মতোই দ্রুতপঠন ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে যথাক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং মাদ্রাসা বোর্ড। ছাপার দায়িত্বও নিয়েছে এনসিটিবি ও মাদ্রাসা বোর্ড।

এ বছরের পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকছে না বলে মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা, ইংরেজি, গণিত– এসব বইয়ের কাজ চলছে। একদিকে বইয়ের কাজ শুরুই হয়েছে একমাস দেরিতে। কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে বাংলাবাজার এলাকার পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ কাজ। এর ওপর দ্রুতপঠন কিংবা

আসছে না : পাঠ্যপুস্তক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বইয়ের পজিটিভ এখনও প্রকাশকদের কাছে পৌঁছেনি। আর তাই দ্রুতপঠন ও মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের কাজ এখনও শুরুই হয়নি। কবে নাগাদ এসব বইয়ের কাজ শুরু হবে, শেষ হবে, কবে পৌঁছবে ছাত্রছাত্রীর হাতে পুরো বিষয়টিই এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠান এবার ছাপার কাজ পায়নি, সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বোর্ডে এসে ধর্না দিচ্ছেন। এদের তৎপরতায় বোর্ডের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে বিলম্বিত করা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ। প্রথমবার এনসিটিবি ও মাদ্রাসা বোর্ডের দায়িত্ব নেয়া দ্রুতপঠন ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর জন্য পজিটিভ, কাগজসহ প্রয়োজনীয় কোনকিছুই এখন পর্যন্ত বোর্ড থেকে সরবরাহ করা হয়নি। বোর্ডের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এবার যদি বোর্ড সময়মতো মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকসহ মাদ্রাসা ও দ্রুতপঠন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে না পারে সেক্ষেত্রে আবারও ছাপার কাজ আগের প্রকাশকদের হাতে চলে যাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয় সে চেষ্টাই করছে, এবার কাজ না পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো। আর এর মাসুল দিতে হবে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের। সেশন শুরু হওয়ার পর এক-দু'মাসেও তারা সব বই বাজারে পাবে না।

এদিকে নতুন বই বাজারে দেরিতে আসার সুযোগে স্টকে থাকা আগের বছরের বই ধিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছে কোন কোন মুদ্রক, প্রকাশক। আর তাই এসব মুদ্রক, প্রকাশক াইছে বই এক-দু'মাস দেরিতেই বাজারে াসুক। তাহলে তারা স্টকের বই এই সুযোগে বিক্রি করতে পারবে।